155153 - রোযা অবস্থায় মুখ পরিস্কারক ও সুগন্ধকিারক উপাদান ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন

আপনাদরে কাছে আশা করব যে এই প্রশ্নটরি জবাব দবিনে: রোযা অবস্থায় আঙ্গুলরে সমপরমিাণ এক টুকরো জীবানুনাশক কটন দয়িে জহি্বা ও দাঁত মাছো কি জায়যে হবে? এ কটন রোযা অবস্থায় দুর্গন্ধ ও জীবানু দূর করতে ব্যবহার করা হয় এবং বভিন্নি ফ্লভোররে পাওয়া যায়; যমেন পুদনিা পাতার ফ্লভোর...।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আপনি যে জনিসি ব্যবহাররে কথা উল্লখে করছেনে সটেি ব্যবহার করতে কোন আপত্তি নইে; এই শর্তে যদি কোন কছিু গলার ভতেরে চলে না যায়। বরং মুখরে ভতেরে কছিু থকেে গলেে মানুষ তা ফলেে দবিে কংিবা গড়গড়া কুলি করে ফলেব।ে

শাইখ সালহে আল-ফাওযান (হাফযিাহুল্লাহ্) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

“ফার্মসেগিুলোতে মুখরে জন্য বশিষে পারফউিম পাওয়া যায়। সটো এক ধরণরে স্প্র।ে রমযান মাসরে দনিরে বলোয় মুখরে গন্ধ দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা জায়যে হবে কি?

জবাবে তনিি বলনে: রোযা অবস্থায় মুখরে স্প্ররে বদলে মসিওয়াক ব্যবহার করাই যথষ্টে; যা ব্যবহার করার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করছেনে। আর যদি কউে স্প্রে ব্যবহার করে এবং কোন কছিু গলার ভতেরে চলে না যায় তাহলে কোন অসুবধিা হবে না। তবে রোযার কারণে মুখে যে গন্ধ হয় সটোকে অপছন্দ করা উচতি নয়। যহেতেু তা ইবাদত পালনরে আলামত ও আল্লাহ্র কাছে প্রয়ি। হাদসিে এসছে: ‘রোযাদাররে মুখরে গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মসিকরে ঘ্রাণরে চয়েে বশেি প্রয়ি।’[আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াশ শাইখ সালহে আল-ফাওযান (৩/১২১)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।